

সিলেবাস-২০২৬

শ্রেণিঃ ২য়

বিষয়ঃ বাংলা

নির্ধারিত পাঠ্য বইঃ আমার বাংলা বই (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত)  
সহায়ক বইঃ আমার বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা- প্রফেসর আঞ্জু আনোয়ার

### প্রথম প্রাথমিক মূল্যায়ন

পাঠঃ - (০১-১১), পৃষ্ঠাঃ (০১-২২)

পাঠ শিরোনামঃ (আমার পরিচয় - একুশের গান)

### দ্বিতীয় প্রাথমিক মূল্যায়ন

পাঠঃ - (১২-২০), পৃষ্ঠাঃ (২৩-৪২)

পাঠ শিরোনামঃ (ফলাচিহ্ন শিখি - বিড়াল ছানা)

### তৃতীয় প্রাথমিক মূল্যায়ন

পাঠঃ - (২১-২৯), পৃষ্ঠাঃ (৪৩-৬৪)

পাঠ শিরোনামঃ (ছয় ঋতু- বাক্য নিয়ে খেলা)

### মূল্যায়ন নির্দেশিকা

- ১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখনকালীন ও অধ্যয়নভিত্তিক মূল্যায়নের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- ২। শিখনকালীন মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩। অধ্যয়ন ভিত্তিক মূল্যায়নঃ প্রতি অধ্যয়ন/পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যয়নভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে লিখে রাখতে হবে।
- ৪। প্রতি প্রাথমিক শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর ও অধ্যয়ন ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A,B,C,D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনাঃ

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। অধ্যয়নভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ২  
৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন+ অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

• শিখন অবস্থানঃ

A= অতি উত্তম (৮০%-১০০%)

B= উত্তম (৬০%-৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০%-৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০%-৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।



সিলেবাস-২০২৬  
শ্রেণিঃ ২য়  
বিষয়ঃ প্রাথমিক গণিত

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বই- প্রাথমিক গণিত : ১ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠা এবং ১০২ পৃষ্ঠা  
প্রথম অধ্যায়ঃ সংখ্যা ও স্থানীয় মান (পৃষ্ঠা নং ১-৩৯)  
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ যোগ ও বিয়োগের যোগ অংশ (পৃষ্ঠা নং ৪০-৪৫)  
চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্যামিতিক আকৃতি(১০২ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বই- প্রাথমিক গণিত : ৪৬ থেকে ৮৭ পৃষ্ঠা এবং ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা  
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ যোগ ও বিয়োগের বিয়োগ অংশ এবং যোগ বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা(পৃষ্ঠাঃ ৪৬-৭২)  
তৃতীয় অধ্যায়ঃ গুণের ধারণা ও গুণ সংক্রান্ত সমস্যা(৪ এর গুণ পর্যন্ত) পৃষ্ঠাঃ ৭৩-৮৭  
চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্যামিতিক আকৃতি(১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বইঃ প্রাথমিক গণিত : ৮৮ থেকে ১০১ পৃষ্ঠা এবং ১০৫ থেকে ১২৭ পৃষ্ঠা  
তৃতীয় অধ্যায়ঃ গুণ সংক্রান্ত সমস্যা(পৃষ্ঠাঃ ৮৮-১০১)  
চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্যাটার্ন (পৃষ্ঠাঃ ১০৫ ও ১০৬)  
পঞ্চম অধ্যায়ঃ পরিমাপ (পৃষ্ঠাঃ ১০৭-১২০)  
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মুদ্রা (পৃষ্ঠাঃ ১২১-১২৪)  
সপ্তম অধ্যায়ঃ উপাত্ত (পৃষ্ঠাঃ ১২৫-১২৭)



## মূল্যায়ন নির্দেশিকা

- ১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখনকালীন ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- ২। শিখনকালীন মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩। অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নঃ প্রতি অধ্যায়/পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে লিখে রাখতে হবে।
- ৪। প্রতি প্রান্তিকে শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর ও অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A,B,C,D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনাঃ

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ২

৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন+ অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

● শিখন অবস্থানঃ

A= অতি উত্তম (৮০%-১০০%)

B= উত্তম (৬০%-৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০%-৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০%-৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।

Syllabus-2026  
Subject: English  
Class: Two

Text Book: English For Today- By NCTB

1<sup>st</sup> Term Assessment:

English For Today: Page No. (1-35)

Unit-1: Lesson 1-3(Page No. 1-5)

Unit-2: Lesson 1-13(Page No. 6-30)

Unit-3: Lesson 1-3(Page No. 31-35)

2<sup>nd</sup> Term Assessment:

English For Today: Page No. (36-71)

Unit-4: Lesson 1-5(Page No.36-41)

Unit-5: Lesson 1-6(Page No. 42-54)

Unit-6: Lesson 1-4(Page No. 55-62)

Unit-7: Lesson 1-5(Page No. 63-71)

3<sup>rd</sup> Term Assessment:

English For Today: Page No. (72-99)

Unit-7: Lesson 6(Page No.72-74)

Unit-8: Lesson 1-5(Page No. 75-83)

Unit-9: Lesson 1-4(Page No. 84-92)

Unit-10: Lesson 1-2(Page No. 93-99)



## মূল্যায়ন নির্দেশিকা

- ১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখনকালীন ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- ২। শিখনকালীন মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩। অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নঃ প্রতি অধ্যায়/পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে লিখে রাখতে হবে।
- ৪। প্রতি প্রান্তিকে শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর ও অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A,B,C,D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনাঃ

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল

১। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর =

-----  
অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর  $\times$  ২

৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন+ অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

● শিখন অবস্থানঃ

A= অতি উত্তম (৮০%-১০০%)

B= উত্তম (৬০%-৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০%-৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০%-৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়  
বিষয়ঃ অঙ্কন

সহায়ক বইঃ এসো ছবি আঁকি ও রং করি -২, রোমানা বেগম।

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়নঃ

- ১। স্কেচ করণঃ পাতা, ঘর, কবুতর
- ২। রং করণঃ শাপলা, সূর্যমুখি, গাজর।
- ৩। একটি দৃশ্য ঐকে রং করণ।

দ্বিতীয় প্রান্তিক মূল্যায়নঃ

- ১। স্কেচ করণঃ ইলিশ মাছ, আনারস, বেলুন
- ২। রং করণঃ কাঁঠাল, লেবু, টমেটো।
- ৩। একটি দৃশ্য ঐকে রং করণ।

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়নঃ

- ১। স্কেচ করণঃ খরগোশ, ছাতা, হাঁস।
- ২। রং করণঃ প্রজাপতি, বিড়াল, আঙ্গুর।
- ৩। একটি দৃশ্য ঐকে রং করণ।

প্রশ্নকাঠামো ও মানবন্টনঃ

- ১। ৩টি থাকবে ২টি আঁকতে হবে।
- ২। ৩টি থাকবে ২টি ঐকে রং করতে হবে।
- ৩। ১টি দৃশ্য ঐকে রং করতে হবে।

$$০৬ \times ২ = ১২ \text{ নম্বর}$$

$$১০ \times ২ = ২০ \text{ নম্বর}$$

$$১৮ \times ১ = ১৮ \text{ নম্বর}$$

$$\text{মোট} = ৫০ \text{ নম্বর}$$

